বর্ধমান থেকে প্রকাশিত

নতুন চিঠি

https://natunchithi.co.in

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ ডিসেম্বর, ২০২৫

৪৮ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ১ ডিসেম্বর, ২০২৫, সোমবার, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২
Vol. 48, Issue No. 45, Monday, 1 December 2025

■ Govt. Regd. No. R. N. 32853/78 ■ পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪, মূল্য ২ টাকা

একই দিনে শুরু হলো ৪৮তম বর্ধমান বইমেলা ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ নভেম্বর : দেশের শাসক দল বন্দেমাতরম গান তথা বাংলা ভাষাকে ভুলিয়ে দিতে চাইছে। সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে চাইছে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র তথা বাংলার অস্মিতাকে শেষ করতে চাইছে, কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, প্রকাশক, আন্তর্জাতিক বই মেলা কমিটির সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য। তিনি উৎসব ময়দানে ৪৮তম বইমেলার প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অভিযান গোষ্ঠীর এই ৪৮তম বইমেলার উদ্যোক্তাদের-কে তিনি পঞ্চাশ বছরে আরও মানুষকে জড়ো করে সাড়ম্বরে পালনের আহবান জানান। এদিন আলমগঞ্জ চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন কর্তৃপক্ষের হাতে ‘দেবপ্রসন্ন পুরস্কার’ তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য এবার আন্তর্জাতিক বই মেলার ৫০তম বছর। ১৯৭৯ সালে পথ চলা কলকাতা বইমেলার ২০২৭ সালে পঞ্চাশ বছর পূর্তি। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অভিযান গোষ্ঠীর সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী, পুরপতি পরেশ সরকার, বিধায়ক খোকন দাস, জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা ও সভার সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এবার উৎসব ময়দানে প্রতিবারের মতো লেখক, সাহিত্যিক, কবিদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলা চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। কলকাতা সহ নানান জায়গা থেকে আসা ২০০টি মতো স্টল রয়েছে। এবারেও ‘নতুন চিঠি’ টেবিল দেওয়া হয়েছে। ২৮ নভেম্বর হয়ে গেলো তার শুভ উদ্বোধন।

লিটিল ম্যাগাজিন মেলায় ‘কবি সুব্রত চক্রবর্তী স্মৃতি সম্মাননা’ প্রদান করা হচ্ছে বর্ধমানের বরেণ্য কবি কার্তিক গাঙ্গুলীকে।

একই দিনে শুরু হলো বর্ধমান লিটল ম্যাগাজিন মেলা। এবাবে মেলায় বিশেষ সম্মাননা পেলেন ‘বর্ধমান বই মেলা’ অভিযান গোষ্ঠী। সুব্রত চক্রবর্তী স্মৃতি সম্মাননা পেলেন ‘কার্তিক চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়’। আলোক সরকার স্মৃতি সম্মাননা পেলেন ‘শুধু সুন্দরবন চর্চা’ গ্রন্থের লেখক এই উদ্বোধনকে উপলক্ষ্য করে বহু লেখক, শিল্পী, ও সাধারণ মানুষের সমাগম হয় টাউনহল মেলা প্রাঙ্গণে। মেলার সভাপতি বিমলানন্দ রায় মেলায় আসার জন্য সকল মানুষকে সাদর আহ্বান জানান। চলে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। চারজন প্রথিতযশা লেখিকা ও সাংস্কৃতিক কর্মী জল সিঞ্চন করে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

গৌরবোজ্জ্বল বিজ্ঞান আন্দোলনের ৪০ বছর

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৯ নভেম্বর : দেশের সর্ববৃহৎ জনবিজ্ঞান সংগঠন, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের চল্লিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমানের ১০টি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ও পশ্চিম বর্ধমানের ৮টি কেন্দ্রে এবং বিজ্ঞান চক্র ও বিজ্ঞান সভাস্তরে নানান কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে ৪০ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হয়েছে। কুলটিতে ১৭ জনের রক্তদান, সিঙ্গেরকোনের সান্ধ্য হাটে সর্প দংশন নিয়ে স্লাইড শো, বর্ধমান শহরে যুক্তিবাদী অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারাখানার স্টেডিয়ামে আকাশ দ্যাখানো, বিজ্ঞানের মডেল প্রদর্শনী ও এন আই টি’র অধ্যাপক হীরক চৌধুরীর বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা হয়। বর্ধমান শহরের জাগরী ভবন ছাড়াও কালনা, কাটোয়া, মেমারি, গলসী ও গুসকরায় বিজ্ঞান কেন্দ্রের ভবনগুলি আলোকমালায় সাজানো হয়। এছাড়াও পর্ব বর্ধমানের ভাতার ও পূর্বস্থলীতে এবং পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা, দুর্গাপুর, কাদম্বিনী, অণ্ডাল, আসানসোল ও বারাবনীতেও দিনটি পালিত হয়। শতাধিক বিজ্ঞান কর্মী এই ঐতিহাসিক দিন নিজ ঘরে, আবাসনে সংগঠনের পতাকা তোলেন। পশ্চিম বর্ধমানের সমস্ত বিজ্ঞান কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট স্কুল-প্রধান, অভিভাবক ও সংগঠকদের উপস্থিতিতে বিজ্ঞান মেধা অভীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। জাগরী ভবনের সামনে বিদ্যাসাগরের ও কালনায় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও অক্ষয়কুমার দত্তের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। কর্মসূচিতে বহু নতুন বক্তাদের পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্ব থেকে জেলার নেতৃত্ব আলোচনা করেন।

পশ্চিম বঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের চল্লিশতম প্রতিষ্ঠা দিবসে বর্ধমান শহর কেন্দ্রের পতাকা উত্তোলন করেন শহর কেন্দ্রের সভাপতি শঙ্কর মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন জেলার কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক চন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। বিকেলে বড়নীলপুর মোড়ে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। ‘বিজ্ঞানের আলো প্রতি ঘরে জ্বালো’ এই স্লোগান-কে সামনে রেখে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন, শেষে কুসংস্কার বিরোধী অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হয়। উপস্থাপনা করেন ডঃ বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত।

শ্রমকোড নিয়ে প্রচার চলছে সর্বস্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৬ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের চার শ্রমকোডের বিরুদ্ধে মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিআইটিইউ পূর্বস্থলী-১ এরিয়া সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় রেল বাজার জুড়ে মিছিল ও পরে পথসভা হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মন্টু বিশ্বাস, কৃষক নেতা সীতানাথ বসাক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সাকাউৎ হোসেন প্রমুখ। পথসভা শেষে কালা শ্রমকোডের অনুলিপি পোড়ানো হয়। কালনায়ও পৃথক দুটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিআইটিইউ-এর কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে নান্দাই গাবতলায় একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, বক্তব্য রাখেন, শুকুল সিকদার, অসীম চক্রবর্তী, আলিম শেখ প্রমুখ। অন্যদিকে কালনা-২ ব্লকের সারা ভারত কৃষক সভা, সিআইটিইউ সহ বিভিন্ন গণসংগঠনের উদ্যোগে বৈদ্যপুরে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন তপন মুখার্জী, মিতালী মুখার্জী প্রমুখ।

টোটো চালকদের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : রেজিস্ট্রেশন ফি আরোপের প্রতিবাদে টোটো অ্যান্ড ই-রিকশ অপারেটরস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২৭ নভেম্বর বিক্ষোভ দেখানো হয়। বর্তমানে বর্ধমান সহ সব জায়গাতেই টোটো সুলভ, জনপ্রিয় যাত্রী-যানে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও এনিয়ে রাজ্য সরকারের কোনও সুস্পষ্ট নীতি নেই। সম্প্রতি টোটো চলাচল সংক্রান্ত বিষয়ে যে গাইড লাইন প্রকাশ হয়েছে, তা নিয়ে টোটো চালকদের মধ্যে ক্ষোভ এবং ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। টোটো রেজিস্ট্রেশন, চালকদের জীবিকার সুরক্ষা সহ যাত্রী সুবিধার্থে অত্যন্ত জরুরি হল সুষ্ঠু পরিবহণ নীতি চালু করা। পূর্ব বর্ধমান জেলা টোটো অ্যান্ড ই-রিকশ অপারেটার্স ইউনিয়ন (সিআইটিইউ)-এর দাবি, টোটোর রেজিস্ট্রেশন (এনরোলমেন্ট- নিবন্ধন) বিনামূল্যে, সরল পদ্ধতিতে, আরটিও (পরিবহণ দপ্তর)-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা। টোটো নিবন্ধনের জন্য সরকার নির্ধারিত সময়সীমা বাড়ানো। প্রচুর সংখ্যক টোটো এখনও এনরোলমেন্ট করেনি।

এদিন উল্লিখিত দাবিগুলি ছাড়াও আরও নানা দাবি নিয়ে বর্ধমান স্টেশন থেকে টোটো চালকরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলের শেষে কোর্ট কম্পাউন্ডে তাঁরা অবস্থান করেন। এরপর আরটিও অফিসে পৌঁছতেই আন্দোলনকারীদের পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়। পরে মাত্র কয়েকজন প্রতিনিধিকে ডেপুটেশন দেওয়ার অনুমতি দেয় পুলিশ। সিআইটিইউ-র পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক তাপস চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, সমগ্র জেলায় মাত্র ১৪৩৩ জনের এনরোলমেন্ট হয়েছে। আবেদন করেছেন ৪৪৪৩ জন। ১৬৪০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। এনরোলমেন্ট-এর নামে এই জেলাতেই প্রায় ৬০-৮০ কোটি টাকার দুর্নীতি হতে চলছে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিআইটিইউ লড়াই চালিয়ে যাবে। ২৮ নভেম্বর কালনা-১ সি.আই.টি.ইউ সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে মিছিল ও কালনা-১ বিডি-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

১০০ শয্যা বিশিষ্ট অতিরিক্ত ওয়ার্ডের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৫ নভেম্বর : পূর্বস্থলী-১ ব্লকের রামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট অতিরিক্ত ওয়ার্ড এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। কিন্তু এই হাসপাতালের নতুন ওয়ার্ড চালানোর মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও ডাক্তারবাবু নেই। উদ্বোধন হলেও মানুষ ঠিকমতো পরিষেবা পাবেন তো? উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনা মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন সহ স্বাস্থ্য ও পুলিশ প্রশাসনের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ।

নিরাপদ রক্ত, সুরক্ষিত জীবন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ নভেম্বর : নিরাপদ রক্ত, সুরক্ষিত জীবন, শ্লোগানকে সামনে রেখে রক্তদান সচেতনতা ‘জীবনের জন্য হাঁটুন’ একপক্ষ প্রচার শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ ভলেন্টারী ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি। ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় এই প্রচার কর্মসূচি চলবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস্ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এই কর্মসূচির সহযোগী।

অধিকার রক্ষার লড়াইকে তীব্রতর করার আহ্বান শ্রমিক সম্মেলনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩০ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে শ্রমকোড চালু করে সমস্ত স্তরের অধিকার কেড়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছে। এই আবহে শ্রমিকদের অধিকার বজায় রাখার লড়াইকে আরও তীব্রতর করে তুলতে হবে। সমস্ত স্তরের শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল করাতে হবে। নশরতপুরের গৌরাঙ্গপাড়ায় অনুষ্ঠিত সিআইটিইউ-এর পূর্বস্থলী-১ সমন্বয় কমিটির তৃতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করে বলেন শ্রমিক নেতা সুদীপ্ত বাগচি। বর্ণাঢ্য মিছিল নশরতপুর অফিস থেকে শুরু হয়ে সম্মেলন স্থলে আসে। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদায়ী সম্পাদক শ্যামল চৌধুরী। এই প্রতিবেদনের উপর ৭ জন প্রতিনিধি গঠনমূলক আলোচনা করেন। সম্মেলনে পর্যবেক্ষণ মূলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সুকান্ত কোঙার। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা অরুণাভ চক্রবর্তী। শ্রীকোঙার বলেন, রাজ্যের যুবকরা জোগাড়ে ও রং মিস্ত্রি হয়ে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে চলে যাচ্ছেন। দুর্ঘটনায় অনেকের মৃত্যু হচ্ছে। এছাড়াও

বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর পরিকল্পিতভাবে পুলিশ চরমভাবে অত্যাচার নামিয়ে আনছে।

দেশের জাতীয় সম্পদকে তুলে দিচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে। নতুন শিল্প নেই। শ্রমকোড চালু করার মাধ্যমে কর্মী ছাঁটাই, ঠিকা প্রথা চালু করে আট ঘণ্টা কাজের অধিকার কেড়ে নিয়েছে বিজেপি সরকার। আমাদের দাবি--শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোড অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বাতিল করতে হবে জনবিরোধী বিদ্যুতের স্মার্টমিটার। এসব দাবি পূরণ করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সম্মেলন থেকে সুভাষ সাহাকে সভাপতি এবং শ্যামল চৌধুরীকে সম্পাদক করে ২৩ জনের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন চিঠি

১ ডিসেম্বর, ২০২৫

পথের দাবি

আসামঘেঁষা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত জেলা কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থেকে কলকাতা-সংলগ্ন কামারহাটি পর্যন্ত 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' শুরু হল ২৯ নভেম্বর, শেষ হবে ১৭ ডিসেম্বর। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ ১১ জেলার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল ছুঁয়ে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে শাণিত করতে এই কর্মসূচি নিয়েছে সিপিআই(এম)। এটা নিছক কর্মসূচি নয়, এর লক্ষ্য শিকড়ে পৌঁছানো, অবহেলিত মানুষের জীবনজীবিকার লড়াইকে রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসা। ক্ষুদ্র দাননির্ভর, স্থানীয় সংস্কৃতির রসে পুষ্ট, প্রান্তিক মানুষের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ এই যাত্রায় কোনো তাবড় মুখ নেই, নেই কারণ মানুষই এই যাত্রার মুখ।

যে দাবি সামনে রেখে এই যাত্রা তাতে চোখ বোলালেই এই যাত্রার নাম কেন 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা' তা স্পষ্ট হয়। বাংলার গ্রাম মুমূর্ষু—১০০ দিনের কাজ নেই, চা-শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক ধুঁকছে, কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে বাধ্য হচ্ছে বাংলার তরুণদের। সরকারি স্কুল বন্ধ হচ্ছে, স্কুলে শিক্ষক নেই, দুর্নীতির দায়ে শিক্ষক কর্মচ্যুত হচ্ছে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা আজ রসাতলে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসক নেই, মেয়েদের নিরাপত্তা নেই, ফসলের দাম নেই। জল দূষিত, জমি বে-দখল, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে। নদী বাঁধের মেরামতি নেই, গিগ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নেই, ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে গ্রামের প্রান্তিক মানুষ। এসআইআর-এর দৌলতে সম্প্রতি তাদের ভোটাধিকারও লুট হবার উপক্রম। এককথায়, প্রশাসনের অপদার্থতায় বাংলার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তাই মাতৃসমা বাংলাকে বাঁচানোর সঙ্কল্পে এই যাত্রা।

ধর্ম, ভাষা, এস.আই.আর এসব নিয়ে রাজ্যবাসীর মেরুকরণই চায় রাজ্যের শাসকদল ও বিজেপি এবং তাদের পোঁ ধরে চলা মিডিয়া। তাই মিডিয়া দীঘায় জগন্নাথ মন্দির বানানোর বা মুর্শিদাবাদ মসজিদ নির্মাণের প্রতিশ্রুতিকে খবর করে—বাংলা আইসিউ-তে ঢুকলেও তা খবর হয় না। মহঃ সেলিমের ভাষায় এ হলো 'ত্রিশূল তরোয়ালের লড়াই', তাও লোকদেখানো লড়াই। বংলাকে বাঁচাতে হলে এই দ্বি-মাত্রিক রাজনৈতিক ভাষ্য ভাঙতে হবে, মানুষকে ভয়মুক্ত করতে হবে যাতে মানুষ নিজের অধিকারের দাবিতে সরব হতে পারে। বিভাজিত, মেরুকৃত রাজনৈতিক বয়ানে মানুষ যে অধিকারচ্যুত হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে, প্রতারিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত—সেটা মানুষের চেতনায় গেঁথে না দিলে বাংলা বাঁচবে না। সেটাও এ যাত্রার অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কতটা অর্জিত হলো সময় বলবে, কিন্তু কত মানুষকে এই যাত্রায় সামিল করা গেল তার ওপরই যাত্রার সাফল্য নির্ভর করবে।

ডিজিটাল দুনিয়ায় মানবিক শিক্ষা : রবীন্দ্র-ভাবনার পুনর্জাগরণ

সুমিতা বিশ্বাস

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন আমাদের দেশ সম্পূর্ণভাবে 'ডিজিটাল এডুকেশন' গ্রহণ করতে প্রস্তুত, ঠিক তখনই রবীন্দ্রচেতনার শিক্ষাব্যবস্থা যেন আরো বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। শুধু পুঁথিগত জ্ঞানার্জন নয়, শিশুশিক্ষার লক্ষ্য শিশুর সমগ্র সত্তার বিকাশ ঘটানো। আর এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে প্রথম যিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তিনি হলেন আমাদের রবিঠাকুর। তাঁর শিক্ষাদর্শে শিশু হলো

প্রকৃতির সন্তান। খোলা আকাশ, সবুজ মাঠ, বৃষ্টিছায়ার হাওয়া—এসবই তার প্রথম ও প্রধান পাঠশালা।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, কাজ করার মধ্যে দিয়েই শিশুর সৃজনশীলতার বিকাশ সম্ভব। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে শিশুদের খেজুরপাতা, শুকনো ডালপালা ও মাঠে ছড়িয়ে থাকা পরিত্যক্ত জিনিসগুলির কোনরকম পরিবর্তন না করেই সেগুলি দিয়ে খেলনা বা দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তু বানাতে শেখালেন। এতো শুধু কারুকার্য নয়, বরং প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে থাকা অবয়বদের চিনে শিশুমনে পরিবেশসম্মত জীবনবোধ গড়ে তোলার এক অনন্য প্রদর্শন ছিল তাঁর। আর তাঁর এই ভাবনায় তাঁকে যোগ্যভাবে সঙ্গত দেন তাঁর প্রিয় অবন, নন্দলাল ও আরো অনেকে।

শিশুদের জন্যই শান্তিনিকেতনের ওই খোলা মাঠে কবি শুরু করলেন হলকর্ষণ উৎসব, যাতে ছোট-ছোট হাতে লাঙলের দড়ি ধরার সেই মুহূর্তেই তারা শ্রমের সৌন্দর্য, খাদ্য উৎপাদনের রহস্য অনুভব করে। মুহূর্তে এক বড় ঘর থেকে পড়তে আসা ছোট্ট ছেলে বা মেয়েটির পরম বন্ধু হয়ে ওঠে গ্রামের অভাবী কৃষকটি; আশ্রমের সকল শিশুদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত বাণী, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক'। স্বাধীনতার বহু পূর্বে গৌড় প্রাঙ্গণে সিংহ সদনের সামনে একটি বকুল চারা রোপণের মধ্য দিয়ে তিনি যে বৃক্ষরোপণ উৎসব শুরু করেছিলেন, সেই উৎসবে নিজে হাতে চারা রোপণের সাথে সাথেই শিশুহৃদয়ে জন্ম নিল পৃথিবীকে বাঁচানোর প্রথম প্রতিজ্ঞা।

রবীন্দ্রনাথ জানতেন, শিশুমন কোনো যুক্তির বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে পছন্দ করে না। তাই তিনি তাদের শিক্ষায় আনেন নাচ, গান, কবিতা ও ছবি আঁকার রঙিন জগৎ। তিনি মনে করতেন, একজন শিশু তার নাচের ভঙ্গিমায় খুঁজে পায় শরীরের ছন্দ, গানে পায় আত্মার স্বর আর আঁকার তুলিতে রঙিন হয়ে ওঠে তার কল্পনার বিস্তৃত আকাশ। তাই তো তিনি সহজ পাঠের দ্বিতীয় ভাগের ছবিগুলি শুধু রেখায় এঁকেছেন, যাতে শিশু তার মনের অগোচরে লুকিয়ে থাকা পছন্দের রঙটি দিয়ে তাদের ভরিয়ে তুলতে পারে।

এভাবেই রবীন্দ্রালোকের শিক্ষায় বই, প্রকৃতি, শিল্প ও শ্রম একত্রে শিশুর সম্পূর্ণ মানবিক সত্তা তৈরি করে—যেখানে শেখা মানে কেবল জানা নয়, বরং জীবনকে গভীরভাবে অনুভব করা। তাই প্রযুক্তিবিদ্যা তো থাকবেই কিন্তু তা যেন কোনোভাবেই শিশুমনের বিকাশে আঘাত না করে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বস্তি এতটুকুই যে, আমাদের রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে রবীন্দ্রভাবনাকে আধার করেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, এবার বাকি দায়িত্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকার।

বুদবুদে ও গলসীতে খেতমজুর সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ৩০ নভেম্বর : আজ আদরাহাটি অঞ্চলের ইরকোনা দাস পাড়াতে সারা ভারত খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়নের গলসী-২ ব্লক কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সহ-সভাপতি সাইদুল হক। অভিনন্দন জানান জেলা নেতা শ্যাম চাঁদ মাজী এবং ব্লক কৃষক সভার সম্পাদক আতিয়ার রহমান। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন বাসুদেব মাজী। ৯টি অঞ্চল হতে ৯ জন আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা নেতা জাফর আলী এবং গণআন্দোলনের নেতা সাইফুল হক। সম্মেলন থেকে অজয় শী কে সভাপতি এবং বাসুদেব মাজীকে সম্পাদক ও শান্তি দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৯ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। প্রায় দেড় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বুদবুদের তিলডাঙ বাইপাসে সারা ভারত খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়নের গলসী-১ ব্লক কমিটির তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক মিজানুর রহমান। অভিনন্দন জানান জেলা সহ সভাপতি সাইদুল হক। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন শ্যামচাঁদ মাজী। ১০ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। সিআইটিইউ এবং কৃষক সভা ও মহিলা সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান হয়। সম্মেলন হতে আলী হোসেনকে সভাপতি এবং শ্যাম চাঁদ মাজীকে সম্পাদক করে ২৩ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে ব্লকের নয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রায় শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন হারাধন ঘোষ।

সিপিআই(এম) অফিস সহ ৬টি দোকানে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৯ নভেম্বর : সিপিআই(এম) অফিস সহ একটি গোডাউন এবং ছটি দোকানে তালা ভেঙে চুরি হয় মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম বাজারে। রয়েছে দুটি সোনা-রুপো, একটি বৈদ্যুতিক সামগ্রী, একটি বড় গোডাউন। দোকানদারদের বক্তব্য কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী ও নগদ অর্থ চুরি হয়েছে। কুসুমগ্রাম বাজারে নবদ্বীপ রোডের দুপাশে রয়েছে পাশাপাশি বেশ কিছু দোকানপাট। এদিন সকালে দোকান খুলতে এসে ব্যবসায়ীরা দেখেন একের পর এক দোকানের শাটারের তালা ভাঙা। ভিতরে ঢুকে দেখেন সমস্ত দামি দামি সামগ্রী উধাও হয়ে গেছে। কুসুমগ্রাম বাজারেই রয়েছে সিপিআই(এম) কার্যালয়। সেখানেও হানা দিয়ে পার্টি অফিসে কর্মরত এক মহিলার বেশ কিছু টাকা ও একটির রুপোর আংটি নিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়। কালনা থেকে আসেন কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদলটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। ব্যবসায়ী সংগঠন ছাড়াও সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকেও এনিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

শহিদ স্মরণ সমুদ্রগড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৯ নভেম্বর : শ্রদ্ধায় স্মরণ করা হয় কৃষক নেতা শহিদ খাদু খাঁ-কে। সারা ভারত কৃষক সভার পূর্বস্থলী-১ ব্লক কমিটির উদ্যোগে সমুদ্রগড় নিমতলা বাজারে এই স্মরণানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা সাহাদুল খান, শোভন আলী শেখ, আব্দুল হামিদ শেখ প্রমুখ। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে এই নিমতলা বাজারেই কংগ্রেসি ঘাতকবাহিনীর হাতে খাদু খাঁ শহিদ হন। তিনি নির্ভীক ভাবে কৃষকদের স্বার্থে জমির আন্দোলন করতে গিয়েই জোতদারদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন। তাই তারা খাদু খাঁ-কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে কৃষক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

সংবিধান দিবসে গলসীতে পথসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৬ নভেম্বর : ২৬ নভেম্বর সারা দেশ সংবিধান দিবস পালন করেছে। ঠিক সেইদিন দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের পঞ্চম বার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কৃষক বিরোধী নীতি ও কালা আইনের প্রতিবাদে, শ্রমকোড বাতিলের দাবিতে, দ্রুত ১০০ দিনের কাজ চালু করার দাবিতে গলসী বাজারের পূর্ব বাসস্ট্যাণ্ডে সারা ভারত কৃষকসভা গলসী-২ ব্লক কমিটি পথসভা সংগঠিত করে। পথসভায় বক্তব্য রাখেন অমিতাভ মণ্ডল, মনসীজ হোসেন ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। সভাপতিত্ব করেন সেখ আতিয়ার রহমান।

মহিলাদের সহায়তা প্রদান করল সৃষ্টি ফাউন্ডেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৭ নভেম্বর : সৃষ্টি ফাউন্ডেশন নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ৬০ মহিলাকে ১৮০০টি মুরগির ছানা দিয়ে সহায়তা করে। পূর্বস্থলী-২ ব্লকের কালেখাঁতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোয়াইল গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর গড়ে তুলতে এই প্রয়াস বলে জানান সৃষ্টি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা। শুধু মুরগি ছানা নয় এর সঙ্গে মহিলাদের কিভাবে মুরগি প্রতিপালন করতে হবে সে ব্যাপারেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি মুরগি পালনের জন্য তাদের মুরগির খাবার দেওয়া হয়। এই সংস্থার কর্মকর্তারা আরো জানান, ইউরোপের স্পেনের মেনোস ইউনিডস নামের একটি সংস্থার আর্থিক সহযোগিতায় এই সহায়তা দেওয়া হল।

নবান্ন উৎসব : সেকাল-একাল

কাজী আব্দুল করিম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'কল্পনা' কবিতায় লিখেছেন—''নূতন ধান্যে হবে নবান্ন/ তোমার ভবনে ভবনে।''

এই নবান্ন কয়েক যুগ ধরে ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বাহক হয়ে ঐতিহাসিকভাবে চলে আসছে। আমাদের রাজ্যে সারা বছরে ৬টি ঋতুর একটি হলো হেমন্ত ঋতু। এই ঋতুতেই দিগন্ত জোড়া সোনালি ধানের শোভা দেখে কৃষকদের মন আনন্দে ভরে ওঠে, ঘরে ঘান তোলার আশায় তারা বিভোর হয়।

পল্লীকবি জসীমউদ্দিন তাঁর 'নবান্ন' কবিতায় লিখেছেন ''আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেতের ধান, / সারা মাঠ ভরি গাহিতেছে কে যেন হলদি-কোটার গান। / ধানে ধান লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়, / কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়।''

এই সোনালি ধান ওঠার সময় পালিত হয় নবান্ন উৎসব। শুরু হয় হৃদয়ের বন্ধনকে গাঢ় করার কাজ। নূতন ধান ঘরে উঠবে এই আনন্দেই নবান্ন উৎসব। কিশোর কবি সুকান্ত তাঁর 'ফসলের ডাক' কবিতায় লিখেছেন—''কাস্তে দাও আমার এ হাতে / সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।'' তিনি তাঁর 'এই নবান্নে' কবিতায় আরও লিখেছেন—''এই

হেমন্তে কাটা হবে ধান, আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—/পৌষ পার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।''

অগ্রহায়ণে আউশধান ঘরে এনে ঢেঁকিতে কোটে চাল প্রস্তুত করে প্রথম রান্না হয় নব অন্ন যা থেকে নবান্ন। সকল মানুষের সবচেয়ে অসাম্প্রদায়িক উৎসব হিসাবে যা সমাদৃত।

হিন্দু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁদের লৌকিক প্রথা মেনে নবান্ন পালন করেন। নতুন চালের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে খাদ্য তৈরি করে প্রথমে কাককে নিবেদন করেন। তাঁদের বিশ্বাস কাকের মাধ্যমে ওই খাদ্য মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে পৌঁছে যায়। এই নৈবেদ্যকে বলা হয় 'কাকবলী'। তাঁদের বিশ্বাস নতুন ধান উৎপাদনের সময় মৃত পূর্বপুরুষরা অন্ন প্রার্থনা করে থাকেন। সেই পার্বণবিধি অনুযায়ী নবান্নের মাধ্যমে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয়। মুসলিমরা কোনো লৌকিকতা ছাড়াই নবান্ন করে থাকে।

নবান্ন শস্যোৎসব নামেও পরিচিত। নতুন ধানের চাল খেজুর গুড় মিশিয়ে অন্নগ্রহণের সময় প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মঙ্গলকামনা করা হয়। নবান্ন উৎসব অগ্রহায়ণের প্রথম দিন থেকে শুরু হলেও চলে সারা মাস ধরে। নতুন ধানের চাল থেকে তৈরি হয় পায়েস, ক্ষীর আর নানা স্বাদের পিঠা। যেমন ফোঁড় পিঠা, ভাপা পিঠা, পাটি সাপটা, সরু চাকলি, ধুকি, ধোসা, নীর দোসা, গোঁজা পিঠা, চিতুই পিঠা, পাকান, ইডলি, আঠামুক্ত ফ্ল্যাট ব্রেড মোয়া প্রভৃতি। এইসব উৎপাদিত জিনিসের স্থানীয় নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এইসব পিঠা খাওয়ার জন্য তৈরি হয় খেজুর রস থেকে নলেন গুড়, আখের গুড়, গুড়ের সন্দেশ, মিষ্টি, মণ্ডা-মিঠাই। এইসব রাখার জন্য রঙিন মাটির হাঁড়ি তৈরি হয়।

ধান কাটা ও রাখার জন্য কাস্তে, ডালি, কুলা, চালুনি, ঝাঁটা, চাটাই, বাঁশের ও কাঠের পাত্র, মাটির জালা(গুলি)। এইসব নবান্ন উৎসবে বিক্রি করা হতো। নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে গ্রামে গ্রামে মেলা বসত। হতো লোকসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। লোকগীতি, যাত্রা, লেটো গান, রামায়ণ পালাও হতো।

উৎসব উপলক্ষ্যে পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীরা একত্রিত হয়ে হৃদয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। সকলে মিলে আনন্দ সহযোগে ঐতিহ্যবাহী খাবার ভাগ করে খেতেন।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতা 'আবার আসিব ফিরে'-তে লিখেছেন—''আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়/হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে; হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়''।

এখন আর যন্ত্রের ছোঁয়ায় ঢেঁকিতে ধান কোটার শব্দ শোনা যায় না। না গেলেও নবান্নের খাওয়া-দাওয়ার ধূম এখনো শেষ হয়ে যায়নি। গ্রামে গ্রামে লোক সংস্কৃতি তলানিতে ঠেকলেও শহরে শহরে চলছে 'খাদ্য উৎসব'। বাংলা দেশে ১৯৯৮ সাল থেকে সরকারি উদ্যোগে ঢাকায় নবান্ন ঐতিহ্য বাঁচাতে শুরু হয়েছে নবান্ন উৎসব যা আজও অব্যাহত। যেখান নবান্নের চেনা ছবি অনেকটা দেখা যায়।

এই পশ্চিমবাংলাতেও নবান্নের দিনে একসাথে বসে মুড়ি, দই, চিঁড়ে, মুড়কির ভোজন চলে তবে তা ক্রমে বিলীন হচ্ছে। শহরের খাদ্য উৎসবে ফাস্ট ফুডের রমরমার পাশাপাশি রঙিন হাঁড়িতে রসগোল্লা, মাখা-সন্দেশ, পিঠা-পুলির দেখা মেলে। সাংস্কৃতিক মঞ্চে আধুনিক সংগীতের পাশাপাশি লোকসংগীতের, ভাটিয়ালির সুর শোনা যায়।

কিন্তু আগামী দিনে কি কৃষকরা কাস্তে নিয়ে ধান কাটতে পারবে? দেশের রাঘব বোয়াল আম্বানি, আদানি সহ বহুজাতিক সংস্থাগুলির চোখ পড়েছে জমিতে। সুদূর অতীত থেকে আজও পর্যন্ত গ্রাম বাংলায় কৃষি জমির সঙ্গে কৃষকদের যে আত্মিক সম্পর্ক সেটা থাকবে তো? জমি হারিয়ে তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষাতেই বলা যায়—

''এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়যাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বাচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলে :
কোথায় আপন জন?''

গঙ্গা নদীর ডলফিন

সুব্রত মণ্ডল

গাঙ্গেয় ডলফিন বা শুশুকের বর্তমান অবস্থা নিয়ে প্রায়ই খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এদের সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানো দরকার। ডলফিন পৃথিবীর প্রাচীনতম প্রাণীদের মধ্যে একটি। গঙ্গা নদীর ডলফিন ১৮০১ সালে আবিষ্কৃত হয়। গঙ্গা নদীর ডলফিন একসময় নেপাল, ভারত এবং বাংলাদেশের গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও কর্ণফুলি-সাঙ্গু নদীতন্ত্রে বসবাস করত। বর্তমানে প্রজাতিটি ওই সমস্ত জায়গার বেশিরভাগ অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রাণী ডলফিন :

গঙ্গা নদীর ডলফিন আমার প্রথম দেখার সুযোগ হয়েছিল ১৯৭৪ সালে মহাবিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে। বাংলায় একে শুশুক বলা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম Platanista gangeticus

gangeticus। প্লাটানিসটিডি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মিষ্টি জলের ডলফিন। গায়ের রঙ বাদামি, চকলেট বাদামি, গাঢ় ধূসর বা হালকা নীল হয়। ওজন ৫০-৫৫ কেজি। হুগলি নদীতে এই প্রাণীটির উপস্থিতি ১৮০১ সালে উইলিয়াম রক্সবার্গ লিপিবদ্ধ করেন। ভারত সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় গঙ্গা নদীর ডলফিনকে জাতীয় জলজ প্রাণী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর ফলে প্রাণীটির সংরক্ষণের গুরুত্ব বাড়বে। Platanista গণের অন্য একটা প্রজাতি সিন্ধু নদীতে দেখা যায়। এরা একা বা জোড়ায় সাঁতার কাটে। সাধারণত মা ও শিশু একসঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। নদীর কাদাগোলা জলের স্রোত থেকে নিজেদের চোখকে বাঁচানোর জন্য, বিবর্তনের পথ ধরেই শুশুকের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। স্বরনালীর মাধ্যমে এরা অতিস্বনক শব্দ উৎপন্ন করে। এই শব্দতরঙ্গ ধাক্কা খায় জলের তলায় বিভিন্ন বস্তু আর প্রাণীর দেহে এবং তা প্রতিধ্বনিত হয়। এই প্রতিফলিত শব্দতরঙ্গ ডলফিনের চ্যাপ্টা আকারের মাথার মধ্যে থাকা শ্রবণ স্নায়ুগুচ্ছে বিশ্লেষিত হয় ফলে এরা শিকার সনাক্ত করতে পারে। চিংড়ি, চিংড়ি জাতীয় অন্যান্য প্রাণী (ক্রাস্টেশিয়া), কার্প অর্থাৎ পোনা মাছ, সহিশর, গাঙ্গেয় হাঙ্গর এমনকি সাপ, কচ্ছপ ও পাখিকেও এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে।

ডলফিনের গুরুত্ব :

গঙ্গা নদীর ডলফিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। এরা নদী বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্যের নির্ভরযোগ্য সূচক। প্রাণীটি শীর্ষ শিকারি এবং পরিবেশগত সূচকের জন্য আদর্শ প্রাণী। এরা নদীতে বিষাক্ত রাসায়নিক দূষণের প্রহরী। ভারতে সরকার ২০০৯ সালে এটিকে জাতীয় জলজ প্রাণী ঘোষণা করে। গঙ্গা নদীর ফারাক্কা থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত অঞ্চলে প্রায় ৪০০টির মতো ডলফিন আছে বলে জানা গেছে। আমাদের কাছের শহর কাটোয়া সংলগ্ন অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর ২০ কিলোমিটার অঞ্চল গাঙ্গেয় ডলফিনের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে এদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

ডলফিন কেন বিপদগ্রস্ত?

গঙ্গা নদীর ডলফিন এমন জায়গায় থাকতে পছন্দ করে যেখানে জলের স্রোত ধীর ও প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ফলে দুর্ঘটনাক্রমে মাছ ধরার জালে আটকে পড়ে এরা মারা যায়। এছাড়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এখনও কিছু মানুষ মাংস ও তেলের জন্য ডলফিন শিকার করে।

শিল্প ও কৃষিজ দূষণ গঙ্গা নদীতে ডলফিনের আবাসস্থলকে দূষিত করে ও ধ্বংস করে যা সরাসরি এদের মৃত্যুর কারণ। নদী বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে শীর্ষে অবস্থান ডলফিনের। ফলে বায়ো-ম্যাগনিফিকেশনের জন্য স্থায়ী বিষাক্ত রাসায়নিক এদের দেহে বেশি পরিমাণে জমা হয় যা এদের জীবনধারণে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ডলফিনের সংখ্যা কমে যাওয়া বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষণের ইঙ্গিত দেয়। গঙ্গা তীরবর্তী পর্যটন কেন্দ্র ও গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার মাধ্যমেই ডলফিন বাঁচানো সম্ভব। যেসব অঞ্চলে ডলফিন দেখা যাচ্ছে ধরে নিতে হবে সেখান দূষণ অপেক্ষাকৃত কম।

দুই ভোটার তালিকায় গরমিল, বিপাকে ১২ জন ভোটার

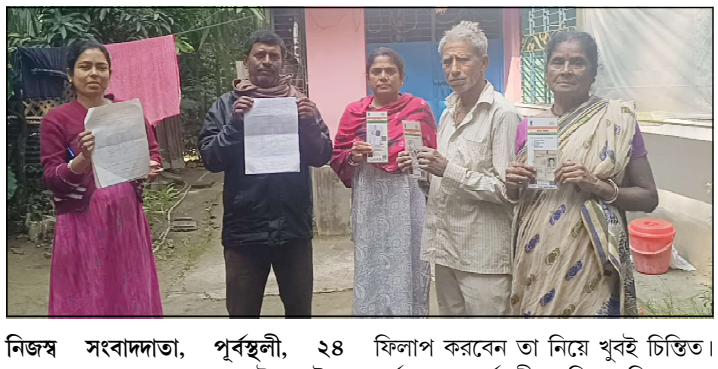

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৪ নভেম্বর : ২০০২ সালের দুই ভোটার তালিকায় গরমিল থাকায় এসআইআর নিয়ে চরম বিপদে পড়েছেন ১২ জন ভোটার। ঘটনাটি পূর্বস্থলী-১ ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গানন্দপুর গ্রামের। এই গ্রামের ১২ জন ভোটারের পুরানো ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাদের নাম নেই। এই পরিস্থিতিতে তারা কিভাবে তাদের এনামুরেশন ফর্ম ফিলাপ করবেন তা নিয়ে খুবই চিন্তিত। বর্তমানে পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রটির ২০০২ সালে নাম ছিল নাদনঘাট বিধানসভা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই সময় বিধানসভার ৫২ নম্বর অংশে গঙ্গানন্দপুর গ্রামের এই ১২ জন ভোটাররের প্রত্যেকের নাম ছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাদের একজনেরও নাম নেই। এই ঘটনা জানার পর কালনা মহাকুমা শাসক অহিংসা জৈন ওই ভোটারদের চিন্তিত না হওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

ট্রেনের ধাক্কায় পান ব্যবসায়ীর মৃত্যু জিরাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ নভেম্বর : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হয় একজন পান ব্যবসায়ীর। মৃত তাপস শিকদারের (৫২) বাড়ি হুগলি জেলার বলাগড় থানার জিরাটের তামলিপাড়ায়। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তাপস শিকদার একজন পাইকারি পান ব্যবসায়ী। সে মেদিনীপুর থেকে পান কিনে কাটোয়া ব্যান্ডেল রেল লাইনের জিরাট স্টেশনের নামে ২৪ নভেম্বর রাত্রি এগারোটা নাগাদ। পানের ঝুড়ি এক প্ল্যাটফর্ম থেকে আর এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাওয়ার সময় বিপত্তি ঘটে। চলন্ত একটি এক্সপ্রেস ট্রেন তাকে ধাক্কা মারলে সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে কালনা জিআরপি থানা পুলিশ। পরদিন কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়।

নাড়া না পোড়ানোর আবেদন নিয়ে লোকশিল্পীর প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ নভেম্বর : মাঠে মাঠে নাড়া না পোড়ানোর আবেদন জানিয়ে কালনার মাঠে মাঠে বাউল গান গাইলেন বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। উল্লেখ্য কালনা-১ ব্লকের পর কালনা-২ নম্বর ব্লকেও নাড়ার আগুনে পুড়েছে জমির কাটা ধান। ঘটনাস্থল কালনা-২ ব্লকের বাদলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমলা গ্রামের মাঠ এবং কালনা এক নম্বর ব্লকের কাকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সিমলা গ্রাম। নাড়া পোড়ানো শুধু কৃষকের ক্ষতিই করছে না, ঘটাচ্ছে পরিবেশ দূষণও। এই নিয়ে কালনা মহকুমার প্রশাসন নাড়া না পোড়ানোর সতর্কতা জারি করেছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চও এ ব্যাপারে কৃষকদের সচেতন করেছে। স্বপন বাউল কালনা-২ ব্লকের অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজিতপুর গ্রামের মাঠে এসে হাজির হন। তখনো মাঠে নাড়া পুড়ছে। এই অবস্থায় কৃষকদের জমায়েত করে স্বপন বাউল সচেতনতামূলক গান করে নাড়া পড়ানো বন্ধ করে পরিবেশকে দূষণ রোধ করার আবেদন জানান।

ডাইনি অপবাদে মারধর, খুনের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা মেমারি ২৬ নভেম্বর : ডাইনি অপবাদ দিয়ে ব্যাপক মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের অভিযোগ উঠল মেমারিতে। পুলিশসূত্রে জানা যায় অনেকদিন ধরেই মেমারির চোটখণ্ড গ্রামে এক আদিবাসী গৃহবধূকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁকে বারবার হেনস্থা হতে হয়েছে। গত ২৫ নভেম্বর ওই গৃহবধূর প্রতিবেশী ৬ জন ব্যক্তি তাঁকে মারধোর করে ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। মেমারি থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন উপলক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ ডিসেম্বর : পশ্চিম বঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়নের ১৬তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ ডিসেম্বর গুসকরা শহরে। সম্মেলন সামনে রেখে ৩০ নভেম্বর অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে হয়ে গেল অঙ্কন প্রতিযোগিতা। ২৫৫ জন প্রতিযোগী ও ২৭০ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতার পর এলাকার গরিব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে অঙ্কন কিটস তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিনোদ চৌধুরী, দীপঙ্কর মণ্ডল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এরফান সেখ, সন্তোষ বাউরি, অপূর্ব মজুমদার, জেলা সম্পাদক মুন্সী মোশারফ হোসেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আগামী ৬ ডিসেম্বর গুসকরা বাসস্ট্যান্ড-এ অনুষ্ঠিত হবে আলোচনা সভা। বিষয় 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক সুরক্ষা', আলোচক, অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল এবং সজল রাজা প্রমুখ। আগামী ৭ ডিসেম্বর গুসকরার ঋত্বিক ঘটক নগরে, সুকান্ত মঞ্চে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামল চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি থাকবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুকৃতি ঘোষাল।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন গরিব মেধাবী ছাত্রী প্রিয়াঙ্কা আদকের পাশে দাঁড়ালেন। তার বাবা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। তাঁর মেয়ের পড়াশোনায় যাতে ছেদ না ঘটে তার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলেজ শিক্ষা কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক মোশারফ হোসেন, সমাজকর্মী দীপঙ্কর দে, তুষার মজুমদার, দেবাশীষ সেন, সৌমেন ব্যানার্জী প্রমুখ।

দু'মাস পানীয় জল প্রকল্প বিকল, দুর্ভোগে শ্রমজীবী মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৬ নভেম্বর : দু'মাস ধরে সরকারি পানীয় জল প্রকল্প বিকল হয়ে পড়ে আছে। চরম দুর্ভোগে পড়েছেন শ্রমজীবী মানুষ। ঘটনাটি পূর্বস্থলী-১ ব্লক সংলগ্ন নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত ফকিরডাঙ্গা ঘোলাপাড়া এলাকার। এলাকাবাসীর বক্তব্য, কয়েক বছর আগে সরকারিভাবে এই এলাকায় একটি পানীয় জলের প্রকল্প স্থাপন করা হয়। তাতে ত্রিশটি শ্রমজীবী পরিবার সহ বেশ কিছু পরিবার পানীয় জল পাচ্ছিলেন। কিন্তু মাস দুয়েক আগে দেখভালের অভাবে জল প্রকল্পটি বিকল হয়ে পড়ে। তারপর থেকে এলাকার মানুষজন

স্থানীয় ফকিরডাঙ্গা ঘোলাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বলেও কোনো সুরাহা করতে পারেনি বলে অভিযোগ। ফলে বাধ্য হয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে থেকে কোনরকমে জল সংগ্রহ করছেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান করা হবে।

বাহান্নবর্তী (১৯)

রত্না রশীদ

শোনা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ নাকি অনুপ্রবেশ করে অবৈধভাবে এই রাজ্যে বহু বছর যাবৎ বসবাস করে চলেছে। অনুপ্রেরণা সরকারিভাবে না থাকলে এতো এতো মানুষ এই দেশে প্রবেশ করেই বা কি করে, আর যদিবা কেউ চোরাগোপ্তায় অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়ে, তাকে চিহ্নিত করার উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো নেই যাতে অবিলম্বে তার হাতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর অভিযোগ ধরিয়ে দিতে পারে? উল্টে বরং সরকারি ও সরকারপক্ষের নেতা নেতৃত্বরা বেআইনিভাবে তাদের রেশন কার্ড, প্যান কার্ড, আধারকার্ড এমনকি পাশপোর্টও তৈরি করতে অন্ধগলি চিনিয়ে দিচ্ছে। না, ভালোবেসে বা মানবিকতার খাতিরে নয়, খরনটন্ নগদ নারায়ণ গুনে নিয়ে তবেই। এই একই প্রসেসে উড়ে এসে জুড়ে বসা বেনাগরিকদের সরকারি ও বেসরকারি চাকরি জুটে যাচ্ছে তা সে তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাক বা না থাক, টাকা থাকলেই হলো। একারণেই নামকরা নেতা, মন্ত্রী, সান্ত্রীদের বাড়ি ফুঁড়ে কোটি কোটি টাকার বান্ডিল ও সোনাদানার পাহাড় বেরোচ্ছে। সব যদি আইনানুগ ভাবে হয়, দেশ সুষ্ঠুভাবে সৎ পথে চলে, তাহলে অযোগ্য, অপদার্থ, পেশীশক্তির আস্ফালনকারী নেতা মন্ত্রীর আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ই বা কি করে! তাই নেহাতই অবৈধ বহিরাগতরাই না—দেশের শত্রু লুকিয়ে রয়েছে দেশের ভেতরই। এমন অভিনব তথ্যসমূহ আমি ছাড়া আর কেউ জানেন না, এমন নয়। বাচ্চা বাচ্চা শিশুরা এখন জেনে গেছে ঘুষ/উৎকোচ এক পরম উপাদেয় অর্জন এবং এসব করে সমাজে বেশ মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ভালোই রমরমা। 'হংস মাঝে বক যথা' ভালো ও সৎ মানুষ প্রতি পদে হেনস্থায় পড়ে। এতো বেশি ধান্দাবাজে দেশটা ভরে গেছে, সাধারণ সহজ মানুষজনের নাভিশ্বাস উঠছে। ঘটনা পরম্পরায় এটা প্রমাণ হয়ে গেছে পকেটের টাকা ফেলতে পারলেই এই দেশের নাগরিক যে কেউ হতে পারে। সত্যিকারের বাস্তবিক নাগরিকের বড়ো দুর্দিন। মুড়ি মিছিরির একদর হাঁকলে মুড়ির ফূর্তির শেষ থাকে না, মিছিরি অবনমিত হয়। বংশপরম্পরায় আমার পূর্বপুরুষ শ্রম দিয়ে ঘাম দিয়ে রক্ত দিয়ে উর্বর করেছে এই মাটি, আজ যদি উড়ে এসে জুড়ে বসে কেউ অন্যায়ভাবে আমাদেরই বুকে বসে দাড়ি ওপড়ায়, তবে মানুষ আতঙ্কিত হবে বৈকি। তবে যাঁরা বৈধভাবে এদেশে এসেছেন তাঁদের সুরক্ষা প্রয়োজন। (চলবে)

কালনায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে খেতমজুরের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৬ নভেম্বর : মাঠের কাটা ধান ট্রাক্টরে চাপানোর সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় একজন খেতমজুরের। মৃত প্রশান্ত সরেনের (২৮) বাড়ি কালনা-২ ব্লকের বহরকুলি শানপুকুর এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ২৫ নভেম্বর সকালে মাঠের কাটা ধান ট্রাক্টরে বোঝাই করছিল প্রশান্ত সরেন। ট্রাক্টরের চাপানো ধান অনেকটা উঁচু হয়ে যাওয়ায় উপরের হাই টেনশন বিদ্যুৎ তারের সঙ্গে প্রশান্তর সংযোগ ঘটে যায়। ফলে গুরুতর আহত হলে তাকে চাগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে মৃতদেহ কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়।

অতি প্রাচীন মাটির পাট শিল্প টিকে রয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ নভেম্বর : হাজারো প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পূর্বস্থলী এবং কালনা-২ ব্লকে মাটির পাট তৈরি শিল্প আজও স্বমহিমায় রয়েছে। আধুনিক যুগে বাজারে সিমেন্টের পাট এসে গেলেও মাটির পাটের কদর কিন্তু কমেনি। সুদূর অতীত থেকে কুয়াতে মাটির পাটের ব্যবহার হয়ে আসছে। তাই আজও পূর্বস্থলীর পলাশপুলি গ্রামের পালপাড়া এবং কালনার পূর্ব সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেদগাছিতে চলছে মাটির পাট তৈরির কারখানাগুলি। অত্যন্ত শ্রম নির্ভর এই শিল্প। শীত পড়তেই মাটির পাট তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এলাকায়। কাজ পাওয়ায় খুশি এখানকার শ্রমজীবী মানুষ।

জেলা শিক্ষক সম্মেলন উপলক্ষে কালনায় আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ নভেম্বর : নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির পূর্ব বর্ধমান জেলার একাদশ সম্মেলন উপলক্ষে কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। 'বর্তমান সময়ে বিদ্যাজাগতিকক্ষেত্রে আক্রমণ এবং আমাদের কর্তব্য' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অতনু হুই। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিবশংকর সাহা। সভা পরিচালনা করেন সঞ্জীব ব্যানার্জী। বক্তারা বলেন, রাজ্যে সাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের কাজটি ত্বরান্বিত করছে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার। পাঠক্রমে অবৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতন্ত্র আজ আক্রান্ত। সাধারণের শিক্ষাকে বাঁচাতে ও আমাদের অর্জিত অধিকারগুলিকে রক্ষা করতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের লড়াই জারি রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের সাথেও আমাদের যুক্ত হতে হবে।

আসুন বর্ধমান বইমেলায় নতুন চিঠির টেবিলে

নতুন চিঠি প্রকাশিত
কিছু গ্রন্থ যা পাওয়া যাচ্ছে

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ
মূল্য : ৩০০ টাকা

ড. শান্তনু কুমার ঘোষ প্রণীত
প্রকৃতি, মানুষ ও বিবর্তিত বাজার ব্যবস্থা
মূল্য : ২০০ টাকা

কাজি আব্দুল করিম সম্পাদিত সদ্য প্রকাশিত
জননেতা রামনারায়ণ গোস্বামী
মূল্য : ৩৮০ টাকা

এছাড়াও আমাদের সঙ্গে যুক্ত লেখকদের গ্রন্থও পাওয়া যায়আমাদের দপ্তরে
নতুন চিঠি
৬২, বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-৭১৩১০১
এছাড়াও পাবেন এনবিএ কলকাতা ও তার বিভিন্ন শাখায়

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

QR কোড স্ক্যান করে সরাসরি আপনি টাকা পাঠাতে পারেন।

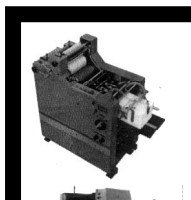

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
Mob. 9434333820, 7908059947 (Fazlul), 8918256074 (Madhu)
E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

Printed by SADHANA PRESS, Published by Dinesh Jha on behalf of Dinesh Jha, Printed at PASCHIM BARDHAMAN and Published at 62 B.C Road, Anita Cinema Lane, Bardhaman-713101, Editor : JYOTIRMAY BHATTACHARYA
Mobile : 9434251586, Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, Price : Rs. 2/-